দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ . . 05 AUG 2016 . . .
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

রাবি'র ৩০ শিক্ষার্থীর সন্ধানে মাঠে পুলিশ

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ও রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অনুপস্থিত ৩০ শিক্ষার্থীর তালিকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তালিকা হাতে পেয়েই নিখোঁজ ওই শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)।

আরএমপি ও রাবির সূত্রগুলো বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছে এবং যারা পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে ড্রপআউট হয়েছে, তাদের একটি তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশকে দিয়েছে। তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের সকলেই ড্রপআউট এবং বিভিন্ন বর্ষের বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মজিবুল হক আজাদ খান বলেন, পুলিশ প্রশাসন আমাদের কাছে ড্রপআউট শিক্ষার্থীদের তালিকা চেয়েছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে তিন শিক্ষাবর্ষের (২০০৯-১০, ১০-১১ ও ১১-১২) প্রায় ৩০ জন ড্রপআউট শিক্ষার্থীর তালিকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছি।

একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেগুলো যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এ তালিকায় ড্রপআউট হওয়া ৩০শিক্ষার্থীর মধ্যে আরবি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর দীর্ঘদিন থেকে খোঁজ নেই। বাকিদের অবস্থানের ব্যাপারেও পুলিশ নিশ্চিত হতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

তবে গোয়েন্দা সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তালিকা প্রকাশ করতে রাজি নয়। কোনোরকম যাচাই-বাছাই ছাড়া তাদেরকে জঙ্গি বা অপরাধী বলা যাবে না বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে আরএমপির মুখপাত্র ও রাজপাড়া জোনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার (এসি) ইফতেখায়ের পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাবি'র ৩০ শিক্ষার্থীর

২০ পৃষ্ঠার পর

আলম বলেন, ড্রপআউট শিক্ষর্থীদের ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের অবস্থান শনাক্তের জন্য অনুসন্ধান চলছে। তবে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

এক গ্রাম থেকে চার নারী-পুরুষ নিখোঁজ: নান্দাইল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার দাতারাটিয়া গ্রাম থেকে চার নারী-পুরুষ একই দিনে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে দুই নারীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি করলেও পুরুষদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার ৩নং নান্দাইল ইউনিয়নের ওই গ্রামে গিয়ে নিখোঁজ পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই রাতে মো. হারুন অর রশিদের মেয়ে মারিয়া বেগম (২০) বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়। একই রাতে পাশের বাড়ির আবুল বাশারের মেয়ে স্কুলছাত্রী রুমা আক্তারও (১৫) নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোনো হদিস মেলেনি। পরে দুই পরিবারের পক্ষ থেকে গত ৩০ জুলাই নান্দাইল মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। এছাড়া ওই গ্রামের আব্দুল মন্নাসের ছেলে ওয়াদুদ মিয়া (২০) ও আব্দুল হেলিমের ছেলে মো. ইকবাল হোসেনও (২১) নিখোঁজ রয়েছে একইদিন থেকে।

জানতে চাইলে নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আতাউর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, স্কুলছাত্রী ও এক নারী নিখোঁজের ঘটনায় জিডি হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।